বিএলআরআই প্রযুক্তি পল্লী

বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে লাগসই প্রযুক্তি এবং উন্নতজাতের প্রাণি ও পোল্ট্রির জার্মপ্লাজম এবং প্রাণিরোগ নিয়ন্ত্রণ এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিএলআরআই বিভিন্ন লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছে। বিএলআরআই এর উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগুলি খামারী ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে জনপ্রিয়করণ ও প্রযুক্তি হাতে কলমে ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, সর্বোপরি উন্নতজাতের প্রাণি ও পোল্ট্রির 'হাব' তৈরি এবং সংক্রামক প্রাণিরোগ নিয়ন্ত্রিত এলাকা তৈরি এর মূল উদ্দেশ্য। বিএলআরআই প্রযুক্তি পল্লীর মাধ্যমে অতি অল্প সময়ে অধিক সংখ্যক প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি সহজেই খামারীদের মাঝে জনপ্রিয় ও অভিযোজন করা সম্ভব।

লক্ষ্য: প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে "বিএলআরআই প্রযুক্তি পল্লী"

উদ্দেশ্য:

১. স্বল্প সময়ে অধিক সংখ্যক প্রযুক্তি খামারীদের দোড়গোড়ায় নেয়া।
২. উন্নতজাতের প্রাণী ও ফডারের একটি 'হাব' তৈরি করা।
৩. সংক্রামক প্রাণিরোগ নিয়ন্ত্রিত এলাকা তৈরি করা এবং নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ।

বিএলআরআই প্রযুক্তি পল্লী গঠনের ধাপ

১। **এলাকা নির্বাচন:** প্রাকৃতিক বেষ্টনি (নদী বা খাল, বড় রাস্তা, খোলা মাঠ) দ্বারা আলাদা, গবাদি প্রাণির আধিক্য, খামারিদের আগ্রহ, প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে দানকারী/অর্থলগ্নকারী প্রতিষ্ঠানের কম সম্পৃক্ত থাকা ইত্যাদি প্রযুক্তি পল্লী নির্বাচনের মূল বৈশিষ্ট্য।

২। **মাঠ পরিদর্শন:** স্থানীয় জনবলের দৃষ্টিভঙ্গি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, খামারিদের চাহিদা, প্রাণিসম্পদ পালন ব্যবস্থাপনা, ভৌগলিক অবস্থা, বিদ্যমান সেবাদানকারী সংস্থার প্রকৃতি ইত্যাদি সরেজমিনে পরিদর্শন করা।

৩। **প্রাথমিক জরিপ:** পরিদর্শনকৃত পাশাপাশি ৩টি গ্রামের খামারিদের সাধারণ তথ্যাবলি, প্রাণিসম্পদের সংখ্যা, পালন ব্যবস্থাপনা, খাদ্য, উৎপাদন, রোগবালাই, বাজারজাতকরণ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, প্রযুক্তি ব্যবহার ও প্রাণিসম্পদ পালনে সমস্যা চিহ্নিতকরণ বিষয়ে জরিপের মাধ্যমে তথ্যাবলি সংগ্রহ করা এবং বিশ্লেষণ।

৪। **অংশিজন মতবিনিময়:** সরেজমিনে মাঠ পরিদর্শনে অনুধাবনকৃত ও প্রাথমিক জরিপের তথ্যাবলির ভিত্তিতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি (মেম্বার, মহিলা মেম্বার, চেয়ারম্যান), মাঠ পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মী, প্রযুক্তি পরিবীক্ষণ বা গবেষণা টিম ও খামারীদের সাথে মতবিনিময় করা এবং প্রযুক্তি পল্লী গঠনের কলাকৌশল নির্ধারণ করা।

৫। **প্রযুক্তি হাতে কলমে শিক্ষা:** নির্বাচিত গ্রামের খামারীদের প্রাণিসম্পদ পালনের (গরু/মহিষ পালন, ছাগল/ভেড়া পালন, হাস-মুরগী পালন, ফডার উৎপাদন ইত্যাদি) ভিত্তিতে গ্রুপ তৈরি করে হাতে-কলমে প্রযুক্তি ব্যবহারের শিক্ষা প্রদান ও প্রযুক্তি পরীবিক্ষণ করা ।

৬। **সবুজসঙ্গ/সেবা সহায়ক কার্যক্রম:** সার্বক্ষণিক মাঠের কার্যক্রম পরিদর্শন ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মতে ভ্যাকসিন ও প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ সেবাকর্মী

(LSP), সামষ্টিকভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার ও প্রয়োগের জন্য একটি সমবায় সমিতি এবং কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নে খামারী, সম্প্রসারণ ও গবেষণা টিমের সদস্যদের সমন্বয়ে একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করা প্রয়োজন।

৭। **গবেষণা উপকরণ বিতরণ:** পরবর্তীতে উন্নতজাতের প্রাণি ও পোল্ট্রির হাব তৈরিতে গ্রুপভিত্তিক প্রাণিসম্পদ পালনকারীদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক খামারীদের মাঝে উন্নতজাতের প্রাণী ও ফডার জার্মপ্লাজম বা গবেষণা উপকরণ সরবরাহ করা।

৮। **রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ:** বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহারের পূর্বে নির্বাচিত গ্রামটির গবাদি প্রাণী ও পোল্ট্রিকে গণকৃমিমুক্তকরণ-ভিটামিন প্রদান-ভ্যাকসিনেশনের আওতায় আনাসহ নিরাপদ বলয় তৈরির লক্ষ্যে পার্শ্ববর্তী গ্রামের অংশবিশেষ নির্ধারিত রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর আওতায় আনতে হবে।

৯। **উঠান বৈঠক:** এক থেকে দুই বছর পর্যায়ক্রমে প্রতিমাসে একটি গ্রুপের খামারিদের মাঝে প্রযুক্তিসমূহ পরিবীক্ষণ করা এবং LSP, সমবায় সমিতির প্রতিনিধি, মনিটরিং টিমের সদস্য, সম্প্রসারণ কর্মীর ও খামারিদের নিয়ে উঠান বৈঠক ও আলোচনা করা।

১০। **পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন:** মাঠ পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তিসমূহ গ্রহণ, অভিযোজন, প্রযুক্তির বিস্তার ইত্যাদি বিষয়ে কারিগরি সহায়তা প্রদানসহ পর্যবেক্ষণ করা এবং কমপক্ষে তিন বছর ব্যাপ্তিকাল পর নির্বাচিত গ্রামের খামারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা বা বিশ্লেষণ করা এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের সাথে নির্বাচিত গ্রামকে মূল্যায়ন করা।

ফলশ্রুতিতে নির্বাচিত গ্রামটিতে দিন দিন প্রযুক্তি অভিযোজন হার বৃদ্ধি, খামারিগণ উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করার সক্ষমতা, প্রধান প্রধান রোগ-বালাই মুক্ত এবং মানুষের জন্য নিরাপদ প্রোটিনের উৎস, খামারীগণ আগের চেয়ে অনেক বেশী লাভবান এবং প্রাণী ও পোল্ট্রি পালনে আগ্রহী, উন্নত জাতের প্রাণিসম্পদ 'হাব', এছাড়া ভৌত সম্পদের ক্ষেত্রে জীবিকার অবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে যা মানব উন্নয়নের জন্য একটি ভালো ইঙ্গিত বহন করবে।

বর্তমানে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, দরকার এখন প্রাণিজ আমিষে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন। সেই উদ্দ্যেশকে সামনে রেখে 'ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ' গড়তে বিএলআরআই প্রাণিসম্পদ সর্ম্পকিত নানাবিধ লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। উক্ত প্রযুক্তিসমূহের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে খামারি/উদ্যোক্তাগণ নিজেদের ভাগ্যের উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের কল্যাণে অংশীদার হবেন। সর্বোপরি 'বিএলআরআই প্রযুক্তি পল্লী' সারা দেশে ছড়িয়ে দিয়ে কমিউনিটি বিজনেস মডেল এর মাধ্যমে নতুন নতুন খামারি-উদ্যোক্তাদের খামার করার জন্য গবাদিপ্রাণি ও পোল্ট্রির উন্নতজাতের জার্মপ্লাজম প্রাপ্তির উৎস, সংক্রামক প্রাণিরোগ নিয়ন্ত্রি এলাকা এবং একই সাথে নিরাপদ প্রাণিজ ও আমিষের উৎস হবে বলে বিএলআরআই আশাবাদ ব্যক্ত করছে।

গবেষণায় ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে

ড. রেজিয়া খাতুন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই
শামীম আহম্মেদ, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই
মো: আশাদুল আলম, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই এবং
ডা. মো: জাকির হাসান, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই
সার্বিক তত্বাবধানে : ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন, মহাপরিচালক, বিএলআরআই

© : বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা-১৩৪১

যোগাযোগ

ই-মেইল: rkbaby96@yahoo.com, zhtitas@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.blri.gov.bd
বিটিসিএল ফোন : +৮৮০২-২২৪৪৯১৬৭০-৭২, ফ্যাক্স: +৮৮০২-২২৪৪৯১৬৭৫

বিএলআরআই প্রকাশনা নম্বর : ৩৩৫, ফেব্রুয়ারি-২০২২
বাস্তবায়নে : বিএলআরআই মডেল প্রযুক্তি পল্লী প্রকল্প, সিস্টেম রিসার্চ ডিভিশন
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনষ্টিটিউট, সাভার, ঢাকা-১৩৪১
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়